দৈনিক ইনকিলাব

042

তারিখ 31 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম

870

নকল বন্ধের যৌথ উদ্যোগ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছে বলে জানা গেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীদের টিসি ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে কড়াকড়ি ও পরীক্ষা কেন্দ্র কমিয়ে আনাসহ কতিপয় পদক্ষেপ নিয়ে ইতোমধ্যে দু'টি সার্কুলার জারি করা হয়েছে। রিপোর্ট মোতাবেক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডকে স্কুল ও কলেজ কর্তৃক শিক্ষা বোর্ডের কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ফরম জমা দানের শেষ তারিখের পর কাউকে টিসি না দেবার এবং টিসির বরাতে কাউকে ভর্তি না করার নির্দেশ দিয়েছে। তবে শুধুমাত্র অভিভাবকদের চাকরির বদলিজনিত কারণে শিক্ষা বোর্ড এই নিয়ম শিথিল করতে পারবে। এছাড়া নকল সার্টিফিকেট ও ভুয়া মার্কশিট বৃদ্ধি রোধকল্পে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর কলেজে ভর্তিইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের মূল মার্ক-সার্টিফিকেট কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওদিকে মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে এই মর্মে চিঠি ইস্যু করা হয়েছে যে, বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ফরম প্রেরণের সময় তাদের লিখিতভাবে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, এই ছাত্র অন্য স্কুলের মাধ্যমে নাম রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করেনি। এই নির্দেশের খেলাফ হলে উভয় স্কুলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন করা আমাদের দেশে এখন অনেকটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অথচ এদেশেই এমন একটা সময় ছিল যখন পরীক্ষায় নকল করাকে বা নকলকারীকে অত্যন্ত হীন চোখে দেখা হতো। নকল প্রতিরোধের ব্যবস্থাও তখন ছিল অত্যন্ত কড়াকড়ি। স্বাধীনতার পর এই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। মাধ্যমিক স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র নকল করার প্রবণতা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমাগত পরিস্থিতি এতটা নাজুক হয়ে পড়ে যে, পরীক্ষার্থীরা নকল করাকে তাদের একটা অধিকার হিসাবে মনে করতে থাকে এবং মিটিং মিছিল করে নকলের অধিকার দাবী করতে থাকে। ফলে, পরীক্ষা ব্যবস্থাই এক রকম ভেঙ্গে পড়ে। এই অহিত প্রবণতা প্রতিরোধের চেষ্টা যে একেবারে হয়নি, তা নয় কিন্তু তা বিশেষ কোনো সুফল দিতে পারেনি। বরং এ নিয়ে মারামারি, হানাহানি, বোমাবাজি, অস্ত্রবাজী পর্যন্ত হয়েছে। অবশ্য বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক এ পর্যায়ে নেই তবু পরীক্ষায় নকল হয় এবং হচ্ছে। বিশেষ করে মফস্বল স্কুল ও কলেজগুলোতে নকল তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে। এ কারণেই শহরের স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা মফস্বলের স্কুল-কলেজে নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে পরীক্ষা দিয়ে থাকে। গত ক'বছর ধরে এই প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুয়া সার্টিফিকেট বা নকল মার্কশিট দেখিয়ে কলেজে ভর্তি হওয়ার ঘটনাও এখন নতুন কিছু নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিশেষ চক্র এই সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সরবরাহ করে থাকে।

বস্তুতপক্ষে পরীক্ষা ব্যবস্থার এই অবগতি এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হানাহানি ও সন্ত্রাস গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আর এর অনিবার্য ফল হিসাবে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে ঘটেছে অবর্ণনীয় অধগতি। এই প্রেক্ষাপটে পরীক্ষার নকল বন্ধের উদ্যোগকে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ হিসাবে নিশ্চিতভাবেই অভিহিত করা যায়। তবে প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নিলেই পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায় অবলম্বন সম্পূর্ণ বন্ধ হবে না। এ ক্ষেত্রে যদি শিক্ষকবৃন্দ সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেন, অভিভাবকবৃন্দ সচেতন হন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সততাকে প্রশ্রয় দেবার মনোভাব জাগ্রত হয়, তাহলেই কেবল অবস্থার দ্রুত ও শুভ পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভব।